Primary Exam Batch
Exam-3

১। তমদ্দুন মজলিস কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
(ক) আব্দুল মতিন
(খ) কাজী গোলাম মাহবুব
(গ) আবুল কাশেম*
(ঘ) আবুল মনসুল আহমদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়।
- এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" প্রকাশিত হয়।
- এই পুস্তিকাটিতে কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাশেম এই তিনজন লেখকের তিনটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

২। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট কখন হয়?
(ক) ১১ মার্চ, ১৯৪৭
(খ) ১১ মার্চ, ১৯৪৮*
(গ) ১৫ মার্চ, ১৯৪৭
(ঘ) ১৫ মার্চ, ১৯৪৯

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- ১৯৪৮ সালের প্রথম থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে।
- ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ দেশের ছাত্রসমাজ বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বারের মত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় (প্রথম গঠিগত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে)।
- রাষ্ট্রবাষা সংগ্রাম পরিষদের এই নতুন কমিটির আহ্বানে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।
- আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা।
- ধর্মঘটের সাথে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানসহ মিছিল করার সময় পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকে আহত হন।
- এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অনেকেই গ্রেফতার হন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৩। পাকিস্তানের কোন প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন?
(ক) খাজানাজিমুদ্দিন
(খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(গ) নূরুল আমিন
(ঘ) লিয়াকত আলী খান*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- লিয়াকত আলী খান ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত মুসলিম রাজনীতিবিদ এবং পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৪ আগস্ট ১৯৪৭-১৬ অক্টোবর ১৯৫১)।
- ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন।
- প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর বিরোধিতা করেন।
- ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর তিনি পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক ছাত্রসভায় তিনি ভাষণ দেন। এসময় তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে সমর্থন দেন এবং ছাত্রদের দাবি অগ্রাহ্য করেন।

উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক এবং ব্রিটানিকা।

৪। ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার গভর্নর কে ছিলেন?
(ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(খ) মালিক গোলাম মোহাম্মদ
(গ) খাজা নাজিমুদ্দিন
(ঘ) ফিরোজ খান নুন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।
- পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে যেসব নেতৃবৃন্দ ছিলেন তারা হলেন:

নাম	পদমর্যাদা
ফিরোজ খান নুন	পূর্ব বাংলার গভর্নর
নূরুল আমিন	পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী
খাজা নাজিমুদ্দীন	প্রধানমন্ত্রী
মালিক গোলাম মোহম্মদ	গভর্নর জেনারেল

উৎস: বাংলাপিডিয়া।

৫। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন কে?

(ক) খাজা নাজিমুদ্দিন*
(খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(গ) নূরুল আমিন
(ঘ) চৌধুরী খালেকুজ্জামান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'
- এই ঘোষনার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।
- অপরদিকে, ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৬। প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক কে ছিলেন?

(ক) আবুল কাশেম
(খ) নুরুল হক ভূঁইয়া*
(গ) আব্দুল মতিন
(ঘ) শামসুল আলম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।
- এর আহবায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা।
- রাষ্ট্রভাষার দাবিতে গঠিত অন্যান্য পরিষদসমূহ হলো:

আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর নাম	আহবায়ক	গঠনের সময়
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (২য়)	শামসুল আলম	২ মার্চ, ১৯৪৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	আব্দুল মতিন	১১ মার্চ, ১৯৫০
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	কাজী গোলাম মাহবুব	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২

উৎস: বাংলাপিডিয়া এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৭। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম শহীদ কে ছিলেন?

(ক) আব্দুল জব্বার
(খ) রফিক উদ্দিন আহমদ*
(গ) আবুল বরকত
(ঘ) আব্দুস সালাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার, ২১, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারির গুলি বর্ষনে আহত নিহতদের সম্পর্কে দৈনিক আজাদসহ সে সময়ের সংবাদপত্র, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গবেষণা থেকে কয়েকজন ভাষা শহীদদের নাম ও পরিচয় জানা যায়।
- ভাষা শহীদদের মধ্যে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম মারা যান রফিক উদ্দীন আহমদ এবং সর্বশেষ ৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন আব্দুস সালাম।
- ভাষা শহীদদের সম্পর্কে কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

নাম	পরিচয়	মৃত্যু
রফিক উদ্দীন আহমদ	* ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ * জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
আব্দুল জব্বার	* পেশায় দর্জি ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
আবুল বরকত	* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম. এ ছাত্র ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
শফিউর রহমান	* হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
অহিদুজ্জামান ওরফে অহিউল্লাহ	* শিশু শ্রমিক	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
আব্দুস সালাম	* পাকিস্তানের ডাইরেক্টরেট অব ইন্ড্রাস্ট্রিজে পিয়নের চাকরি করতেন	৭ এপ্রিল, ১৯৫২

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৮। ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন কে?

(ক) আবুল কালাম শামসুদ্দীন
(খ) হাসিনা বেগম
(গ) মাহবুবুর রহমান*
(ঘ) হামিদুর রহমান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার।
- ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র বদরুল আলমের ডিজাইনে নির্মিত শহীদ মিনারে লেখা ছিল 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা জনাব মাহবুবুর রহমান।
- ২৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ এর ভিত্তি উপড়ে ফেলে।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় বারের মত নির্মিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন।
- বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৬৩ সালে। এটি উদ্বোধন করেন শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৯। 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?

(ক) বাংলা একাডেমি চত্বর
(খ) এশিয়াটিক সোসাইটি
(গ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) পরিবাগ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষা আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য নির্মিত হয়।
- ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
জননী ও গর্বিত মর্ণমালা	মৃণাল হক	পরিবাগ, ঢাকা
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যাল
বৈশ্বিক ভাষা বৃক্ষ	আসমা জাহান	এশিয়াটিক সোসাইটি

উৎস: বাংলাপিডিয়া।

১০। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ধর্মঘট পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কত তারিখে গ্রেফতার করা হয়?

(ক) ১১ মার্চ, ১৯৪৮*
(খ) ১১ মার্চ, ১৯৪৭
(গ) ১৫ মার্চ, ১৯৪৭
(ঘ) ১৫ মার্চ, ১৯৪৮

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তৎকালীন তরুণ ও আদর্শিক ছাত্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
- ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ধর্মঘটে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানসহ মিছিল করা অবস্থায় তিনি গ্রেফতার হন।
- এরপর তিনি ১৫ মার্চ মুক্তি পান।
- ১৯৫২ সালের (১৬-২৭) ফেব্রুয়ারি তিনি ফরিদপুর করাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় সহযোদ্ধা মহিউদ্দিন আহমদকে নিয়ে ১২ দিন আমরণ অনশন করেন।

Bidyabari your success bangladesh

- তিনি ১৯৫২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত চীনের সম্মেলনে ভাষা আন্দোলন বিষয়ে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন।
- এছাড়া তিনি বাংলা ভাষার গৌরব ও মর্যাদা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা দেন।

উৎস: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

১১। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৫৩ সালে ১৪ নভেম্বর
(খ) ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর*
(গ) ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ
(ঘ) ১৯৫৪ সালের ৪ নভেম্বর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোরাওয়ার্দী ও কৃষক প্রজাপার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করে একটি নির্বাচনী জোটে একতাবদ্ধ হন।
- পরবর্তীতে হাজী দানেশের নেতৃত্বে গণতন্ত্রী দল ও মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টে যোগদান করে।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা এবং মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল হারিকেন।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী দফা ছিল ২১টি।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১২। যুক্তফ্রন্টের সভাপতি কে ছিলেন?

(ক) এ. কে ফজলুল হক
(খ) হামিদ খান ভাসানী
(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*
(ঘ) আতাহার আলী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অরাজকতার হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে রক্ষ করবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।
- যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক দলগুলো হলো: আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম।
- যুক্তফ্রন্টের সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা হামিদ খান ভাসানী।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১৩। নিচের কোন দলটি যুক্তফ্রন্টের হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়নি?

(ক) বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টি
(খ) তফসিলি ফেডারেশন
(গ) খেলাফতে রব্বানি পার্টি*
(ঘ) কমিউনিস্ট পার্টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যুক্তফ্রন্ট হলো ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত চারটি বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক জোট।
- যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ।
- এটির উদ্যোক্তা ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী।
- যুক্তফ্রন্টের চারটি দল ও দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ হলেন:

দলের নাম	নেতৃত্বধীন
আওয়ামী মুসলিম লীগ	মাওলানা ভাসানী
কৃষক-শ্রমিক পার্টি	এ. কে. ফজলুল হক
নেজামে ইসলাম	মওলানা আতাহার আলী
বামপন্থী গণতন্ত্রী দল	হাজী দানেশ

- অপরদিকে, খেলাফতে রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়নি।

উৎস: অসমাপ্ত আত্মজীবনী শেখ মুজিবুর রহমান এবং পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, মো: মোজাম্মেল হক।

vidyabari your success benchmark

১৪। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ২২৩টি
(খ) ২৬৯টি
(গ) ১৬৭টি
(ঘ) ১৪৩টি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি।
- ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি এবং মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন।
- ৭২টি অমুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন লাভ করে।
- মুসলিম এবং অমুসলিম আসন মিলে যুক্তফ্রন্ট সর্বমোট আসন পায় ২২৩টি।
- যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্ত ২২৩টি আসনের মধ্যে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসন ছিল নিম্নরূপ:

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৪৩টি
কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪৮টি
নেজামে ইসলাম	১৯টি
গণতন্ত্রী পার্টি	১৩টি

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১৫। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়?

(ক) জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
(খ) শিল্প ও শ্রম মন্ত্রণালয়
(গ) কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়
(ঘ) সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রথমে চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন।
- পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ জন।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মন্ত্রীসভার সবচেয়ে কনিষ্ঠ মন্ত্রী।
- অপরদিকে, এ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, শিল্প ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন আব্দুস সালাম খান এবং কৃষি, বন ও পাটমন্ত্রী ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১৬। যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করা হয় কত সালে?

(ক) ১৯৫৪ সালের ৩০ মে*
(খ) ১৯৫৪ সালের ৩০ জুন
(গ) ১৯৫৫৪ সালের ৩০ জুন
(ঘ) ১৯৫৪ সালের ৩০ মার্চ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয় শুরু থেকেই মুসলীম লীগ ভাল নজরে দেখেনি। তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।
- কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ বলে দায়ী করে।
- মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হককে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়।
- অবশেষে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে পূর্ব বাংলার গভর্নরের শাসন জারি করে।
- এর ফলে মাত্র ৫৬ দিনের শাসনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান হয়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

১৭। ছয় দফার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা
(খ) দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন
(গ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন*
(ঘ) সবগুলো

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন।
- এই শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত

Idealabari
your success benchmark

বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক 'ছয় দফা কর্মসূচি' পেশ করেন।

- ছয় দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যে, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
- অগণতান্ত্রিক শাসক যেন আর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্য প্রথম দফাতে বলা হয়েছিল, "লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক সাংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১৮। 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকাটি কবে প্রকাশ করা হয়?

(ক) ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
(খ) ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
(গ) ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
(ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাকিস্তানি ঔপন্যাসিক শাসন ও শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
- বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল, ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা।
- মূলত এটি ছিল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের চরম অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- লাহোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে তিনি সম্মেলন বর্জন করে ঢাকা ফিরে আসেন।
- ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

১৯। ছয় দফার কত নম্বর দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?

(ক) ২ নং
(খ) ৩ নং
(গ) ৪ নং
(ঘ) ৫ নং*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাঙালির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে খ্যাত ছয় দফার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ, বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- ছয় দফার আলোচ্য দাবি গুলো হলো:
  * ১ম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়ে তুলতে হবে।
  * ২য় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  * ৩য় দফা: দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা এবং দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে তবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অর্থ পাচার না হতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।
  * ৪র্থ দফা: সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
  * ৫ম দফা: বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  * ৬ষ্ঠ দফা: নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলোতে সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

২০। ছয় দফা দাবি উত্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে কত তারিখে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়?

(ক) ২০ ফেব্রুয়ারি
(খ) ২১ ফেব্রুয়ারি
(গ) ২৩ মার্চ
(ঘ) ৭ জুন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৮-২০ মার্চ, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে ৩২টি জনসভায় বক্তব্য দেন।
- এর ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে উঠে।
- আইয়ুব খান এসময় ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য হুমকি বলে আখ্যায়িত করেন।
- ছয় দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে ১৯৬৬ সালের ৯ মে গ্রেফতার করে।

Bidyabari your success benchmark

- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

২১। The plural form of 'Nucleus' is—

(ক) Nucleuses
(খ) Nucleausy
(গ) Nuclei*
(ঘ) Nucleis

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Singular এর শেষে us থাকলে plural এ us এর স্থলে i হবে অথবা us + es করতে হবে।
- সুতরাং সঠিক উত্তর হবে Nuclei।
- আরো কিছু Example যেমন: Focus এর plural Foci, Radius এর plural Radii.

২২। The plural form of 'Apex' is—

(ক) apexos
(খ) apex
(গ) apices*
(ঘ) a pexos

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Singular Number এর শেষে ix/ex থাকলে plural করার সময় ix/ex এর পরিবর্তে ices অথবা এর সাথে es যোগ করতে হবে।
- সুতরাং apex এর plural form হল apices.
- আরো কিছু Example যেমন: Radix এর plural Radices, Index এর plural Indices, verterx এর plural vertices.

২৩। The plural form of 'sheep' is—

(ক) sheeps
(খ) sheepes
(গ) sheep*
(ঘ) sheepses

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কিছু শব্দ আছে যেগুলোর singular এবং plural একই হয়। যেমন: deer, sheep, swine, piee, crops, series, aircraft, pike, spacecraft, hovercraft.

২৪। The plural of 'Dwarf' is—

(ক) Dwarves
(খ) Dwarfes
(গ) Dwarfs*
(ঘ) Dwarx

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কতগুলো noun এর শেষে f থাকলে শুধু S যোগ করে plural করা হয়। যেমন: chiefs, beliefs, proofs, hoofs, Roofs, Drawfs, Gulfs, Chief's.

২৫। The plural of 'analysis' is—

(ক) analyses*
(খ) analysies
(গ) analysess
(ঘ) analysis

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Singular Number এর শেষে is থাকলে plural করার সময় es বসবে।
- Analysis এর সঠিক plural হবে analyses, sis এর স্থলে ses.
- আরো কিছু Example যেমন: Oasis এর plural Oases, Thesis এর plural Theses, crisis এর plural Crises.

২৬। What is the feminine of 'Ram' is—

(ক) Ewe*
(খ) Hind
(গ) Mane
(ঘ) Sow

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Ram এর feminine form হলো Ewe.
- Horse এর feminine form হলো Mare.
- Stage এর feminine form হলো Hind.
- Boar এর feminine form হলো Sow.

২৭। Identify the feminine gender?

(ক) buck
(খ) bitch*
(গ) bride groom
(ঘ) actor

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Buck হলো masculine gender যার feminine gender হলো Doe. Bridgeroom হলো masculine gender যার feminine gender হলো bride actor হলো masculine gender যার feminine gender হলো actress. Bitch হলো feminine gender যার masculine gender হলো Dog.

Bidyabari
your success benchmark

২৮। The opposite gender of 'Emperor' is—
(ক) Emperori
(খ) Empress*
(গ) Empros
(ঘ) Emprossi

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কতগুলো masculine form আছে যাদের শেষে ess যোগ করে feminine form গঠন করতে হয়।
- যেমন: Author ⇒ Authoress ⇒ Host ⇒ Hostess.
- Patron — Patroness, Heir — Heiress, Peer — Peeress, Poet — Poetess.

২৯। The feminine gender of 'signor' is—
(ক) Signora *
(খ) Sigrorr
(গ) Signorers
(ঘ) Signoress

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিদেশী ভাষা হতে আগত masculine এর শেষে a, trix, ire ইত্যাদি যোগ করে feminine গঠন করা হয়।
- যেমন: Carina, Charlotte, Sultana, Donna.

৩০। Which of the following noun is used in the masculine form?
(ক) autumn
(খ) moon
(গ) peace
(ঘ) time*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Day, love, revenge, winter, June, Thunder, Anger, Death, Fay, fear, Sun, Summer, time, war এদের তেজ বা পুরুষোচিত গুন থাকার কারণে এদেরকে masculine gender হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩১। The plural form of "Oasis" is—
(ক) Oasises
(খ) Oasis
(গ) Oasess
(ঘ) Oases*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Singular number এর শেষে is থাকলে plural করার সময় is এর পরিবর্তে es বসবে।
- যেমন: Oasis এর Plural Oases, Thesis এর plural Theses, Synopsis এর plural Synopses.
- আরো কিছু Example যেমন: Apex এর plural apices, thesis এর plural theses, crisis এর plural crises.

৩২। What is the plural form of 'Mr'
(ক) Mrs.
(খ) Misters
(গ) Ms.
(ঘ) Messrs*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Ms এর সঠিক plural form হবে messrs.
- Monsier এর plural messieurs. Madam এর plural mesdames, Ladies.
- আরো কিছু Example যেমন: Bandit এর plural Badnditti, Cherul এর plural Cherbim, Seraph এর plural Seraphim.

৩৩। The plural number of 'Bureau'
(ক) Bureax
(খ) Bureaux*
(গ) Buraes
(ঘ) Bureas

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Singular number এর শেষে U থাকলে plural করার সময় এর সাথে x অথবা s যোগ করতে হবে।
- Bureau এর plural হল Bureaux.
- আরো কিছু Example যেমন: Bandeau এর plural হলো Bandeaux, Adieu এর plural হলো adieux, plateau এর plural হলো plateaux.

৩৪। The plural of 'Stimulus' is—
(ক) Stimuli*
(খ) Stimulusis
(গ) Stimula
(ঘ) Stimulii

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Singular এর শেষে us থাকলে us এর স্থলে i হবে অথবা us + es করতে হবে।
- যেমন: Stimulus এর plural stimuli/Focus এর plural Fuci.
- Genius এর plural form Genii, Syllabus এর plural form Syllabus এর plural form Syllabi.

Bidabari your success benchmark

৩৫। The plural form of "dogma" is—
(ক) Dogma
(খ) Dogmata *
(গ) Dogmum
(ঘ) Dogmac
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- Singular Number এর শেষে a থাকলে এর সাথে e অথবা ta অথবা s যোগ করে plural করতে হবে।
- তাই সঠিক উত্তর dogmata.
- আরো কিছু Example যেমন: Formula এর plural Formulae, Stigma এর plural Stigmata, Agenda এর plural Agendas.

৩৬। Feminine Gender of 'cock' is—
(ক) cocks
(খ) hen*
(গ) crow
(ঘ) he-cocks
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- cock অর্থ হলো মোরগ যার feminine হলো Hen (মুরগী)। He cooks এর feminine হলো she cooks.
- ঠিক তেমনি abbot এর feminine হলো abbess.
- আরো কিছু Example যেমন: male-servant এর feminine form হলো female-servant, bull-calf এর feminine form হলো cow-calf, Boy-baby এর feminine form হলো girl-baby.

৩৭। An unmarried women is called—
(ক) seamstress
(খ) bachelor
(গ) nurse
(ঘ) spinster*
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- অবিবাহিত পুরুষকে Bachelor বলে। আর অবিবাহিত মহিলাকে maid, spinster বলে।
- ঠিক তেমনি Drake (পাতিহাস) Duck (পাতিহাসি)।
- Finance এর Female form Fiancee, Don এর female form Dona.

৩৮। What is feminine gender of 'Tiger'.
(ক) trigrer
(খ) tigress*
(গ) tigeri
(ঘ) tigeriar
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- কতগুলো masculine form শেষ Syllable (tor, ter, rer, ror, gro, ger) এর vowel বাদ দিয়ে এবং শেষে ess যোগ করে feminine গঠন করতে হয়।
- যেমন: Actor থেকে Actress, Tiger থেকে Tigrees.
- Heir থেকে Heiress, count থেকে countess, Author থেকে authoress.

৩৯। Which of the following is always feminine.
(ক) fowl
(খ) foal
(গ) Spouse
(ঘ) Shrew*
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- কতগুলো feminine noun এর masculine form নেই। যেমন: Amazon, Shew, Nurse, Virgin.
- Call girl, nymph, grass-didow, brunehe.

৪০। Which gender is the word "Orphan"
(ক) Neuter
(খ) Feminine
(গ) Common*
(ঘ) Masculine
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- Noun পুংবাচক বা স্ত্রীবাচক উভয় বুঝালে Common/Neutral Gender হয়।
- যেমন: Orphan, Friend, Student, Doctor, Infant.
- Cousir, children, pupil, person, neighbour.

Bidyabari
your success benchmark